দৈনিক বাংলা

18

তারিখ 19 OCT 1990
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

ঢাকা ভার্সিটি বন্ধের আদেশ প্রত্যাহারের জন্য লিগ্যাল নোটিশ

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ডক্টর কামাল হোসেন, সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, জনাব শামসুল হক চৌধুরী ও জনাব জুলমত আলী খানসহ নয়জন বিশিষ্ট আইনজীবী সরকারের শিক্ষা সচিব, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব আবদুল্লাহ হারুন পাশাকে লিগ্যাল নোটিশ দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের আদেশ রদ, বাতিল অথবা প্রত্যাহারের অনুরোধ করেছেন।

নোটিশে ২১শে অক্টোবর সকাল ১০টার আগে এই আদেশ রদ, বাতিল অথবা প্রত্যাহার করা না হলে এর বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে রীট মামলা দায়ের করা হবে বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সদস্য

(৫–এর পৃঃ দ্রঃ)

লিগ্যাল নোটিশ

(প্রথম পৃঃ পর)

প্রফেসর আনোয়ার হোসেন, জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাহী কমিটির সদস্য ডক্টর সাইদুর রহমান, ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা জনাব রাশেদ খান মেনন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদ, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক জনাব ফজলুল হক মিলন, ডাকসু সাধারণ সম্পাদক ও সিনেট সদস্য জনাব খায়রুল কবীর খোকন, ছাত্রলীগ (হা–অ) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জনাব আফজাল হোসেন এবং ছাত্রলীগ (না–শ) সভাপতি জনাব নাজমুল হক প্রধানের পক্ষ থেকে আইনজীবীগণ এই নোটিশদেন।

লিগ্যাল নোটিশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ব্যাপারে সরকারের আইনগত অধিকার চ্যালেঞ্জ করে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ দ্বারা পরিচালিত। এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার এক তরফা ও অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করেছেন।

এতে উল্লেখ করা হয় যে, ১৩ই অক্টোবর রাত সাড়ে এগারটায় টেলিভিশন সংবাদে এই বন্ধের আদেশ ঘোষণা করা হয় এবং পরদিন ভোরে পুলিশ ও বিডিআর ছাত্রদের হল ত্যাগে বাধ্য করে। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন–শৃংখলা জনিত কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। ভাইস–চ্যান্সেলর ও সরকারকে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার মত কোন পরিস্থিতি অবহিত করেন নি। সরকারের দিক থেকেও বিষয়টি ভাই–চ্যান্সেলর অথবা সিন্ডিকেটকে জানানোহয়নি।

নোটিশে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের আদেশকে সংবিধানের ৩১ নম্বর আর্টিকেলের পরিপন্থী বলে আখ্যায়িত করা হয়। এই আর্টিকেলে আইনগত ভিত্তি ছাড়া কোন নাগরিকের অধিকার খর্ব করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নোটিশে বলা হয়, সরকার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের কারণ হিসাবে যে যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করেছেন, তাতে পুলিশের গুলিতে নিরপরাধ নাগরিক হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সরকারী আদেশকে সংবিধান পরিপন্থী আখ্যায়িত করে বলা হয়, সভা–সমাবেশ ও মিছিলে অংশ গ্রহণের মৌলিক অধিকার সংবিধানের ৩৭ এবং ৩৯ নম্বর আর্টিকেলে স্বীকার করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের আদেশ সংবিধানের ২৭ নম্বর আর্টিকেলের পরিপন্থী হয়েছে বলেও নোটিশে উল্লেখ করা হয়।

নোটিশে বলা হয়, ১৫ই অক্টোবর বিকাল ৫ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস–চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা মহানগরীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা সংক্রান্ত একটি সরকারী আদেশ পান। এই আদেশে ১৩ই অক্টোবরের তারিখ উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (আইন–শৃংখলা) অর্ডিন্যান্স নামে একটি অর্ডিন্যান্স বলে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের কথাও এতে উল্লেখ করা হয়। সমস্ত তথ্য–প্রমানে জানা যায়, ১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত এই জাতীয় কোন অর্ডিন্যান্সের অস্তিত্ব বাংলাদেশে ছিল না। ১৩ই অক্টোবর রাত সাড়ে ১১টায় টেলিভিশন সংবাদেও এই জাতীয় কোন অর্ডিন্যান্সের উল্লেখ করা হয়নি। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস–চ্যান্সেলর, সিন্ডিকেট অথবা জাতীয় সংবাদপত্রও এই অর্ডিন্যান্সের ব্যাপারে অবহিত ছিল না।

সরকারের এই কার্যক্রম সংবিধান নিয়ে জালিয়াতির শামিল, এই অভিযোগ করে নোটিশে বলা হয়, যেহেতু ১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত আলোচ্য অর্ডিন্যান্সের কোন অস্তিত্ব দেশে ছিল না, এবং যেহেতু অর্ডিন্যান্স এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের আদেশ ব্যাক ডেটে করা হয়েছে, সেহেতু এর কোন আইনগত এবং সাংবিধানিক ভিত্তি নেই।

লিগ্যাল নোটিশ প্রদানকারী অন্যান্য আইনজীবীদের মধ্যে রয়েছেন ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম, ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, জনাব মাহামুদুল ইসলাম, শাহ আবু নঈম, কাজী শাহাবুদ্দিন আহমেদ ও জনাব শামীম হাসনাইন।